268821 - তার স্বামী নজিরে সম্পদ হারাম পথে ব্যয় করে এমতাবস্থায় স্বামীকে না জানয়িে সন্তানদরে জন্য সঞ্চয় করার জন্য স্বামীর সম্পদ থকেে কছিু কছিু গ্রহণ করা যাবে কি?

প্রশ্ন

আমার বয়িে হয়ছেে ১০ বছর। আমার দুটো বাচ্চা আছে। বয়িরে ৫ বছর পর থকেে আমার স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করছে। বাচ্চাদরে কারণে আমি সহ্য করে যাচ্ছি। হয়তো বা সে আমার দকিে ফরিে আসবে। কন্তিু, আমি অনুসন্ধান করে বরে করছে যি, সে অন্য নারীদরে প্রতি আগ্রহী। আমি আমার চাকুরী ছড়েে তার সাথে অন্যত্র চলে এসছে। আমার পরবিাররে কাউকে জানাইনি। আমি তাকে রাজি করাতে চষ্টো করছে যি, আরকেটি বয়িে করে আমার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টমিূলক আচরণ কর। কন্তিু সে রাজি হয়নি। আমি আমার বাচ্চাদরে কারণে তার সাথে আছি। উল্লখ্যে, সে একজন চমৎকার বাবা এবং আমাকে অপমান করে না। কন্তিু, আমি লক্ষ্য করছে িসে ময়েদেরে পছেনে প্রচুর অর্থ ব্যয় কর। এমতাবস্থায় তার সন্তানদরে জন্য সঞ্চয় করার নমিত্তিে তার অজান্তে কছিু অর্থ গ্রহণ করা আমার জন্যে জায়যে হবে কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যদি আপনার স্বামী আপনার ও আপনার সন্তানদরে ভরণ-পোষণ চালায় তাহলে তার সম্পদ থকেে কোন কছিু গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়যে হবে না। যহেতেু কারো আন্তরকি সম্মতি ছাড়া সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পররে মধ্যে তোমাদরে ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খয়েো না, তবে পারস্পরকি সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভন্নি কথা।”[সূরা নসিা, আয়াত: ২৯]

এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “নশ্চিয় তোমাদরে রক্ত, তোমাদরে ধন-সম্পদ, তোমাদরে ইজ্জত-আব্রু তোমাদরে পরস্পররে জন্য হারাম (পবত্রি) যমেনভিাবে তোমাদরে এই দনিটি তোমাদরে এই মাসে ও এই দশেে হারাম (পবত্রি)। এখানে উপস্থতি ব্যক্তি যনি অনুপস্থতি ব্যক্তরি নকিট এসব কথা পৌঁছে দয়ে।”[সহহি বুখারী (৬৭) ও সহহি মুসলমি (১৬৭৯)]

এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলছেনে: “কোন ব্যক্তরি সম্পদ গ্রহণ করা বধৈ হবে না যদি না সে ব্যক্তি মন থকেে না দয়ে।”[মুসনাদে আহমাদ (২০১৭২), আলবানী ‘ইরওয়াউল গাললি’ গ্রন্থে হাদসিটকিে ‘সহহি’ আখ্যায়তি করছেনে]

যদি তিনি আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ দিতে কসুর করেন তাহলে তার সম্পদ থেকে সংযত পরিমাণ গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়েয হবে। দলিল হচ্ছে আয়শো (রাঃ) এর হাদিস তিনি বর্ণনা করেন যে, "হিন্দ বিনতে উতবা বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! নিশ্চয় আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি আমি ও আমার ছেলের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমাকে দেয় না; তবে আমি তার অজান্তে যা কিছু গ্রহণ করি সেটা ছাড়া। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সামাজিক-প্রথা অনুযায়ী যতটুকু আপনার জন্য ও আপনার সন্তানের জন্য যথেষ্ট আপনি ততটুকু গ্রহণ করুন।"[সহিহ বুখারী (৫৩৬৪)]

আর যদি তিনি আবশ্যকীয় ভরণ-পোষণ দিতে কসুর না করেন তাহলে তার অসম্মতিতে তার সম্পদ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা আপনার জন্য জায়েয হবে না।

সুতরাং আপনার জন্য যা বৈধ নয় তার সম্পদ থেকে তা গ্রহণ করা কিংবা গোপন করা থেকে সাবধান হোন; এমনকি সেটা সন্তানদের জন্য সঞ্চয় করার যুক্তিতে হলেও। কারণ তার সম্পদের উপর আপনার কর্তৃত্ব নেই এবং বাবা জীবিত থাকতে বাবার সম্পত্তিতে সন্তানদের ভরণ-পোষণ ছাড়া আর কোন অধিকার নেই। আর যদি আপনার স্বামী সঞ্চয় করার অনুমতি দেন তাহলে সেটা হতে পারে।

যেমন আপনি যদি তাকে বলেন, ঘরের খরচের পর যা কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় সেটা আপনি সন্তানদের জন্য সঞ্চয় করবেন; তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে কোন দোষ নেই। তখন সেটা হবে "সম্পদ পেলে উপহার দিবি" এ শ্রেণীর।

আপনার উচিত আপনার স্বামীকে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর নজরদারির উপদেশ দেয়া এবং সম্পদ রক্ষা করার নসীহত করা।

তাছাড়া আপনার উচিত তাঁকে ভাল কাজের দাওয়াত দেয়া ও খারাপ পথ থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ পথ অনুসরণ করা, ধৈর্য ধারণ করা, সওয়াব প্রত্যাশা করা এবং আপনার সন্তানদের প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব দেয়া। তার সাথে জীবন-যাপন করতে গিয়ে আপনি যে কষ্ট পাচ্ছেন তাতে ধৈর্য ধারণ করা। কারণ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া ও সন্তানেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জেনে রাখুন, কষ্ট সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। ধৈর্যের সাথে আসে বিজয়। বিপদের সাথেই আসে মুক্তি। দুঃখের সাথেই আছে সুখ।"[মুসনাদে আহমাদ (২৮০৩), এবং অন্য গ্রন্থকারও হাদিসটি সংকলন করেছেন। আহমাদ শাকের ও অপরাপর মুসনাদের মুহাক্কিকগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

একজন স্ত্রী তার স্বামীকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা উচিত ইতিপূর্বে 154172 নং প্রশ্নোত্তরে এমন কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি সেগুলো একটু দেখে নিন।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার স্বামীকে হেদায়ত করেন এবং আপনার অন্তরে স্বস্তি এনে দেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।